উজ্জ্বল উদ্ধার

শ্রীশ্রীমা প্রসঙ্গে গোলাপ-মার অপ্রকাশিত স্মৃতি

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[২০ ডিসেম্বর ১৯১৬ তারিখের এই স্মৃতিকথাটি সংগৃহীত হয়েছে ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজের ডায়েরি থেকে। ডায়েরিটি দেখার সুযোগ লেখকের হয়েছে শ্যামলকুমার গাঙ্গুলি মহাশয়ের সৌজন্যে। তিনি দেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির পুত্র, যিনি শ্রীশ্রীমায়ের সময়ে মায়ের বাড়িতে আশ্রিত থেকে পড়াশোনা করতেন।]

গণেন—গোলাপ-মা, আপনি তো মায়ের সঙ্গে সব তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন। কোথায় থাকতেন আপনারা?

গোলাপ মা—অত কি সব মনে আছে?

গণেন—প্রথমবার বৃন্দাবনে যে একবছর কাটালেন, তখনও তো অন্যান্য তীর্থদর্শনে বেরিয়েছিলেন। আমরা যতদূর শুনেছি, আপনারা কাশী, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, হরিদ্বার, জয়পুর ও পুষ্কর গিয়েছিলেন।

গোলাপ-মা—ফেরার পথে প্রয়াগেও গিয়েছিলাম।

গণেন—একটুও মনে পড়ে না, কোথায় ছিলেন?

গোলাপ-মা—কাশীতে মায়ের সঙ্গে তিনবার গেছি। শেষবার দত্তদের নতুন বাড়িতে ছিলাম। প্রথমবার কেদারঘাটের কাছে বটুক দত্ত নামে এক বাঙালির বাড়িতে ছিলাম। তিনি কাশীযাত্রীদের বাড়ি ভাড়া দিতেন। দ্বিতীয়বার, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মন্দিরের কাছে যে ঘাটটা আছে—কী যেন নাম?

গণেন—শিবগঙ্গা ঘাট।

গোলাপ-মা—সেই ঘাটের কাছে একটা ধর্মশালায়।

গণেন—অযোধ্যায় কোথায় ছিলেন?

গোলাপ-মা—ওখানে পাণ্ডারা তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্য ঘর করে রেখেছে। সেখানে রান্নারও সব ব্যবস্থা থাকে। মনে পড়ছে বিহারী পাণ্ডে ছিল পাণ্ডার নাম। তার বাড়িতে ছিলাম।

গণেন—এইসব তীর্থে কতদিন করে থাকতেন?

গোলাপ-মা—মা প্রতি তীর্থেই কম করে ত্রিরাত্রি বাস তো করতেনই। কোথাও বা আরও বেশি।

গণেন—হরিদ্বারে কোথায় ছিলেন?

গোলাপ-মা—হরিদ্বারে বিষ্ণুঘাটের কাছে এক মাড়োয়ারির ধর্মশালায়। সে-মাড়োয়ারির বাড়ি কলকাতায়। ওটা ব্যবসার জন্য করেছে। সে

প্রখ্যাত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক

যোগীনের চেনাশোনা ছিল।

গণেন—জয়পুরে কোথায় ছিলেন?

গোলাপ-মা—বাড়িওলার নাম মনে নেই। ওখানে বাঙালিটোলা বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে এক মাড়োয়ারি ধর্মশালায় ছিলাম।

গণেন—পুষ্করেও তো আপনারা গিয়েছিলেন?

গোলাপ-মা—পুষ্করে মা সাবিত্রী পাহাড়ে উঠেছিলেন। পুষ্কর সরোবরে স্নান করে ওখানে সাবিত্রী দেবীর পুজোও করেছিলেন মা। ওখানেরই এক ধর্মশালায় থাকা হয়েছিল।

গণেন—ওইসব তীর্থ সেরে আপনারা তো আবার বৃন্দাবনে এসেছিলেন?

গোলাপ-মা—হ্যাঁ। আবার ফিরে বৃন্দাবনে—কয়েকদিন বাস করে প্রয়াগ যাই।

গণেন—প্রয়াগে কোথায় ছিলেন?

গোলাপ-মা—কী যেন নাম ছিল স্টেশনটার?

গণেন—এলাহাবাদ।

গোলাপ-মা—আমাদের স্টেশনে পৌঁছতে রাত হয়ে গিয়েছিল। ওখানকার কোর্টে কাজ করত যোগীনের দক্ষিণেশ্বরের এক বন্ধু। যোগীন আমাদের স্টেশনে বসিয়ে রেখে বন্ধুর বাড়ি সন্ধান করে বের করেছিল। সেখানেই ছিলাম আমরা। দ্বিতীয়বার যখন মা তাঁর মা-ভাইদের নিয়ে প্রয়াগ গিয়েছিলেন সেবার আমরা প্রয়াগ সঙ্গমের কাছাকাছি একটা ধর্মশালায় ছিলাম।

গণেন—আচ্ছা, মা যে ওসব জায়গায় যেতেন, সেখানকার লোকে কিছু বুঝত না?

গোলাপ-মা—তা আবার নয়! ঠাকুরের কী লীলামাহাত্ম্য তা তো কথায় বলার নয়। মা যেখানে যেতেন কাতারে কাতারে লোক এসে হাজির হত। এসে বলত—'মায়ীজী কা প্রণাম করনে আয়া হ্যায়।'

গণেন—কোথাও বিশেষ কিছু ঘটত না?

গোলাপ-মা—সব জায়গাতেই ঘটত। মায়ের কৃপার কথা তো বলে শেষ করা যাবে না। মাঠে ঘাটে পথে এমনকী তীর্থে বেরিয়েও মা অকাতরে কৃপা বিলিয়ে যাচ্ছেন।

গণেন—যা মনে আছে এমন কিছু বলুন।

গোলাপ-মা—রামের মায়ের একবার বড় অসুখ হয়। রোগ আর সারে না। ডাক্তাররা রামকে বলল, মাকে হাওয়া বদলের জন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও কিছুদিনের জন্য। প্রথমে ঠিক হয়েছিল হাজারিবাগ। পরে ঠিক হল কৈলোয়ার। রামের পরিচিত কলকাতা হাইকোর্টের এক উকিল ছিল যার বাড়ি সেখানে—তারাও জমিদার। তাদের ফলফুলের বাগানবাড়িতেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। জায়গাটা নদীর ধারে আর নির্জন। রামের মা তখন নিরিবিলি জায়গায় থাকতে চেয়েছিল। মাসখানেক থাকার পর একটা ঘটনা ঘটল।

গণেন—কারও অসুখ-বিসুখ করেছিল?

গোলাপ-মা—অসুখ-বিসুখ কিছু নয়। মানুষের ভিড়। মাকে তো তারা তিষ্ঠোতে দেয়নি।

গণেন—কী ব্যাপার ঘটেছিল? তখন তো মায়ের অত প্রচার হয়নি।

গোলাপ-মা—না হলে কী হবে? ঠাকুরের লীলা তো মিথ্যা হওয়ার নয়। আমরা সেখানে যাওয়ার মাসখানেক পরে দেখি এক বুড়ি একটা রুগ্ন বাচ্চাকে আর তার মাকে সঙ্গে নিয়ে সাতসকালে আমাদের বাসার কাছে এসে হাজির। 'মায়ীজী, মায়ীজী' বলে ডাকছে। তার ডাক শুনে আমি বাইরে এলুম। জিজ্ঞাসা করলুম—কী ব্যাপার?

সে বলে—মা, আমার দুটি নাতি জন্মের পরই মারা গেছে। এটি বউমার তৃতীয় সন্তান। বছর দুই মাত্র বয়স। জন্ম থেকেই ভুগছে। অনেক ঠাকুর দেবতার কাছে ওর জন্য মানত করেছি। কিছু ফল হয়নি। কালরাত্রে স্বপ্নে দেখলুম কোলেশ্বরী মা (কৈলোয়ারের দেবী) বলছেন—জমিদারদের বাগানবাড়িতে যে মায়ীজী এসেছেন তাঁর কাছে যা, তাঁর কৃপা পেলে তোর নাতি বেঁচে যাবে। তাই মা,

বউ আর নাতিকে সঙ্গে নিয়ে মায়ীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—যদি তিনি কৃপা করেন।

এই কথা বলে বুড়ি, 'মাগো, বড় অভাগা আমি' বলেই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। বড় বিপদে পড়েছিলুম। ভিতরে গিয়ে মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাইরে নিয়ে এলুম! মাকে দেখে শাশুড়ি-বউয়ের কান্না আরও বেড়ে গেল। মা বললেন—থামো, বাছা! মাকে তো সব ঘটনা জানিয়েই বাইরে এনেছিলুম। তারপর মা ঘরে ঢুকে ঠাকুরের কাছ থেকে তাঁর পুজো করা কিছু ফুল নিয়ে এসে বুড়ির হাতে দিয়ে বললেন—মা, তোমার রুগ্ন নাতির সারা শরীরে ঠাকুরের পুষ্প ছুঁইয়ে ঠাকুরের কাছে ওর আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা জানাবে।

গণেন—তারপর তারা চলে গেল?

গোলাপ-মা—হ্যাঁ। বলেছিল পাশের গাঁয়ে চামারপাড়ায় বাড়ি। সপ্তাহখানেক পর আবার শাশুড়ি-বউ বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছিল। আমি বাইরে যেতেই বুড়ি বলল—মায়ীজীর কৃপায় নাতির জ্বর ছেড়ে গেছে। এখন ভাল আছে। সেই কথাটাই মায়ীজীকে জানাতে আর তাঁর চরণে দণ্ডবত দিতে এলাম। মাকে বাইরে নিয়ে এলে তারা মাকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানাল। মা হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন—ঠাকুরকে স্মরণ কোরো।

গণেন—তারা 'ঠাকুর' কথাটা বুঝতে পারল?

গোলাপ-মা—আমারও তখন মনে হয়েছিল ওরা ঠাকুর বলতে ওদের জানা দেবদেবীর কথাই বুঝেছে। সেই কারণে আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে আমার কাছে ঠাকুরের একটা ছবি ছিল সেটি দেখিয়ে বললাম—এঁকে চেনো? এঁর নাম পরমহংস রামকৃষ্ণদেব। এঁকেই আমরা ঠাকুর বলি। এঁর ছবি জোগাড় করে রোজ দুবেলা প্রণাম জানাবে। এঁর কাছে মনের দুঃখ জানাবে। তারা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিল।

গণেন—তাদের সঙ্গে যখন কথা কইছিলেন তারা কি আপনার বাংলা কথা বুঝতে পারছিল?

গোলাপ-মা—আমি কোনওরকমে বাংলা আধা হিন্দি করে তো তাদের বলেছিলুম। মনে হয় বুঝতে পেরেছিল। আমি তাদের কথা বুঝতে পেরেছিলুম। আমার শ্বশুরবাড়িতে বিহারি চাকর ভজহরি থাকত। ভাল হিন্দি বলতে না পারলেও বুঝতে পারি।

গণেন—ওখানে এই একবারই যা ঘটেছিল?

গোলাপ-মা—না, না। তারপর দেখি ভিন্ন গাঁ থেকে মেয়েমদ্দ, ছেলেপিলে সব এসে বাগানের গেটের বাইরে জমায়েত হত। জিজ্ঞাসা করলে বলত মায়ীজীর দর্শন করতে এসেছে। তারপর মাকে ডেকে নিয়ে আসি। মা বাইরে এসে দাঁড়ালে—তারা বাইরে থেকে প্রণাম জানাত। মা হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করতেন। তবে আমাদের ভাগ্য ভাল যে, ফেরার দিন দশেক আগে থেকে এমন ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিল। বেশিদিন ঝামেলা সইতে হয়নি।

গণেন—গোলাপ-মা, মায়ের সঙ্গে আপনাকেও বারবার প্রণাম জানাই। আপনার স্মরণশক্তি দেখে আমি মুগ্ধ।

গোলাপ-মা—কী যে বল! সবই ঠাকুরের কৃপা, তাঁর আশীর্বাদ।

গণেন—গয়ায় কি আপনি মায়ের সঙ্গে যাননি?

গোলাপ-মা—মা দুবার গয়ায় গিয়েছিলেন। প্রথমবার তিনি একা আর দ্বিতীয়বার মা-ভাইদের নিয়ে যান। দুবারই আমি মায়ের সঙ্গে ছিলাম।

গণেন—সেখানে মা কতদিন ছিলেন?

গোলাপ-মা—সব তীর্থেই মা কম করে ত্রিরাত্রি কাটিয়ে তবে অন্য কোথাও পা বাড়াতেন।

গণেন—গয়ায় কোথায় ছিলেন আপনারা?

গোলাপ-মা—পাণ্ডাদের অতিথিশালায়। দুবার দু-জায়গায় থাকা হয়েছিল। তাদের নিয়ম আছে, খোঁজ নেয় যাত্রীরা কোথা থেকে আসছে। তাদের খাতায় লেখা আছে কোন জেলার পাণ্ডা কে। সেই ভাবেই তারা সব লোকেদের কাজ করায়।